ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৩৯ আমন মৌসুমের জন্য একটি স্বল্প জীবনকালের জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৯ সালে এ জাতটি উদ্ভাবন করে।

ব্রি ধান৩৯

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এর উচ্চতা ১০৬ সেন্টিমিটার।
- এর চাল লম্বা ও চিকন।
- কান্ড মজবুত, তাই ঢলে পড়ে না।
- প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে এর ডিগপাতা একটু চওড়া এবং খাড়া।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৩৯-এর চাল লম্বা ও চিকন এবং রপ্তানিযোগ্য। দেশেও এর বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যবে। এটি একটি আগাম জাত। প্রায় ১২০ দিনের মধ্যে ধান পাকে। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি বীজ বপন করলে অগ্রহায়ণের প্রথমার্ধে ফসল পাকবে। কাজেই কৃষক সহজেই পরবর্তী রবি শস্য যথাসময়ে চাষ করতে পারেন। অথবা ধৈঞ্চা বা অন্য কোন সবুজ সার জাতীয় ফসলও চাষ করতে পারেন।

জীবনকাল

জীবনকাল মাত্র ১২০ দিন।

ফলন

ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** ১৫-২০ আষাঢ় অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ।

২. **চারার বয়স :** ২০-২৫ দিন।

৩. **রোপণ দূরত্ব :** ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

৪.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
২০	১৩	৯	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ১৫-২০ এবং ৩৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. **আগাছা দমন :** রোপণের পর ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা আবশ্যক।

৬. **সেচ ব্যস্থাপনা :** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৭. **রোগবালাই দমন :** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা আবশ্যক। এ জাতটি টুংরো ও খোলপোড়া রোগ সহনশীল।

৮. **ফসল কাটা :** ২০-২৫ কার্তিক (৫-১০ নভেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd